NOV. 23 2001

[illegible]

NOV. 23 2001
তারিখ ... ...

ঢাকায় ভর্তিযুদ্ধ

প্রতি বৎসরের মতো এইবারও ঢাকায় বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের টেনশন শুরু হইয়াছে। ভর্তির মওসুম সমাগত। প্রতি বৎসর এক লক্ষের মতো ছাত্রছাত্রী ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এই ভর্তি হওয়া লইয়া যেই বিড়ম্বনা তাহাদেরকে পোহাইতে হয় তাহা হিসাবে লইলে ইহাকে ভর্তির মওসুম না বলিয়া ভর্তিযুদ্ধের মওসুম বলাই ভাল। ঢাকা মহানগরীতে ২৪টি সরকারি স্কুলসহ চার শতাধিক স্কুল রহিয়াছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেন যোগ করিলে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক সহস্র ছাড়াইয়া যাইবে। সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে চাহিলে ভর্তিযুদ্ধের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিবার কথা নহে। আসলে অধিকাংশ স্কুলে ছাত্র ভর্তির জন্য তেমন কোন চাপ থাকে না। বরং বহু স্কুলকে ছাত্র আকর্ষণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানসহ বিভিন্নভাবে প্রচার চালাইতে হয়। ভর্তিযুদ্ধের মূল চাপটি পড়ে ২০টির মতো স্কুলের উপর। সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি স্কুলে শিক্ষা প্রদানের মান ও পরিবেশ ভাল বিধায় ছাত্রছাত্রীরা যেকোন মূল্যে এই স্কুলগুলিতে ভর্তি হইতে আগ্রহী। বাদবাকি স্কুলগুলিতে পড়াশোনা হয় না বলিলেই চলে। এই দুঃখজনক বাস্তবতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হইলে ঢাকায় সাংবাৎসরিক ভর্তিযুদ্ধ থামানো যাইবে না। অধিকাংশ স্কুলে লেখাপড়ার মান এমনভাবে নামিয়া গিয়াছে যে, কোনমতে নিয়ম রক্ষা ছাড়া সেইখানে আর কিছুই হয় না। বেশিরভাগ শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনিতে যতটা মনোযোগী, স্কুলে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তার সিকি ভাগও নহেন। এমন বহু শিক্ষক আছেন যাহারা ভোর হইতে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যাচের পর ব্যাচ ছাত্র পড়ান। ফলে মধ্যখানে স্কুলে হাজিরা দিতে বাধ্য হইলেও ছাত্র পড়াইবার মতো শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাহাদের থাকে না। অনেক সময় কোন কোন শিক্ষককে ক্লাসরুমে ঝিমাইতে দেখা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সকালে এবং রাতে টিউশনির ফাঁকে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যই যেন তাহারা স্কুলে অবস্থানের সময়টিকে ব্যবহার করেন। এহেন পরিস্থিতিতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ তদারকি ও সুশিক্ষার আশা দুরাশা মাত্র। প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করা যে বাস্তব কারণে সম্ভব নহে তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু সকল কিছুর একটা মাত্রা থাকা উচিত। শিক্ষকগণকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাহাদের আসল কাজ স্কুলে ছাত্র পড়ানো। প্রাইভেট টিউশনি অথবা অন্য কোন অজুহাতে এই আসল কাজটিতে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না। শিক্ষকদের মধ্যে এই বোধ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিভাবকদের সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ব্যাপার হইল সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশের অনুপস্থিতি। অনেক সরকারি স্কুলে শিক্ষকের একাধিক পদ দীর্ঘদিন ধরিয়া শূন্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায় রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলি এমন বেহাল দশায় পড়িবে কেন তাহা একটি বিরাট প্রশ্ন? এই সকল প্রশ্নে সদুত্তর না মিলিলে রাজধানীতে ভর্তিযুদ্ধই শুধু প্রকট হইতে প্রকটতর হইবে না, গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই এক পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমরা এই আশঙ্কার বিপরীত চিত্র কামনা করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিদ্যমান স্কুলগুলির সার্বিক মান উন্নয়নের মাধ্যমেই ঢাকার ভর্তি সমস্যার সমাধান সম্ভব।